



145560 - মুসলমি স্বামীর উপর কিতার খ্রিস্টান স্ত্রীর ফতিরা পরশিোধ করা ফরয

প্রশ্ন

স্বামীর উপর কিতা খ্রিস্টান স্ত্রীর ফতিরা পরশিোধ করা অপরহির্য?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইতপূর্ববে 99353 নং প্রশ্ননোত্তরে স্বামীর উপর তার মুসলমি স্ত্রীর সদাকাতুল ফতির বা ফতিরা পরশিোধ করার দায়ত্ব রয়েছে কনি এ বিষয়ে আলমেদরে মতভদে আলচোচতি হয়ছে।

আর স্ত্রী আহলে-কতিব (খ্রিস্টান ও ইহুদী) হল স্বামীর উপর তার ফতিরা পরশিোধ করা আবশ্যক নয়। কনি ফতিরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ফরয।

এ কথার প্রমাণ রয়েছে ইবনে উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যকে স্বাধীন-করীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় মুসলমানের উপর যাকাতুল ফতির বা ফতিরা ফরজ করছেন: এক সা’ পরিমাণ খজুর কিংবা যব।” [সহি বুখারী (১৫০৩) ও সহি মুসলমি (৯৮৪)]

হাদিসের উক্তি: “মুসলমানের উপর” প্রমাণ করছে যে, সদাকাতুল ফতির বা ফতিরা ফরয হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। কাফরের উপর ফতিরা ফরয নয়। এটি সর্বসম্মত অভিমত। [সুবুলুস সালাম (১/৫৩৮) থেকে সমাপ্ত]

‘মুগনলি মুহতাজ’ নামক গ্রন্থে (২/১১২) এসছে যে, “কোন কাফরের উপর ফতিরা নই। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “মুসলমানদের উপর” এবং এ মর্মে রয়েছে ইজমা রয়েছে। এটি মাওয়ারদরি বক্তব্য। কনি ফতিরা হচ্ছে পবিত্রকারী; কাফরেরো তো এর আওয়ায় পড়ে না।” [সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে (৩/৩৬৯) বলেন:

তাঁর উক্তি: “নর-নারী” থেকে অবলীলায় বুঝা যাচ্ছে যে, ফতিরা নারীর উপর ফরয; চাই নারীর স্বামী থাকুক বা না থাকুক...। এরপর তিনি বলেন: আলমেগণ একমত হয়েছেন যে, কাফরে স্ত্রীর ফতিরা পরশিোধ করা মুসলমানের উপর ফরয নয়।”

[সমাপ্ত]



আল্লাহই ভাল জানেন।